যাত্রীবাহী জাহাজের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে জাহাজের ধারণ ক্ষমতা, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সুপারিশ প্রদানের জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন

অভ্যন্তরীণ রুটে চলাচলকারী জাহাজের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করণের নিমিত্তে গত ১০-০১-২০১৮ ইং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত নং ৮.৫-তে যাত্রীবাহী জাহাজের নতুন নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে জাহাজের ধারণ ক্ষমতা, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় নৌ পরিবহন অধিদপ্তরে সুপারিশ প্রদান করার নিমিত্তে নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়ঃ

(১)	কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম, (ট্যাজ), এনডিসি, পিএসসি, বিএন মহাপরিচালক, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর।	- আহবায়ক
(২)	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৩)	বিআইডব্লিউটিএ এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৪)	বিআইডব্লিউটিসি'র একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাপ) সংস্থা এর একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৬)	বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি'র একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(৭)	ড. এস এম নাজমুল হক, চীফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপ সার্ভেয়ার (চঃ দাঃ)	- সদস্য-সচিব

২। কমিটি গত ১২-০৩-২০১৮ ইং সকাল ১২.০০ ঘটিকায় নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে সভায় মিলিত হয়। কমিটির আহবায়ক এবং সভাপতি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভার সভাপতিত্ব করেন।

৩। **কমিটির সদস্যদের পর্যালোচনা ঃ**

(ক) সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, যাত্রীদের সামগ্রিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে যাত্রীবাহী নৌযান নির্মান করতে হয়। কেননা একটি যাত্রীবাহী নৌযান ডুবে গেলে তা নিয়ে যতটা আলোচনা হয় তা অন্য কোন নৌযানের ক্ষেত্রে হয় না। সভাপতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটের যাত্রীবাহী লঞ্চ চলাচলের সংখ্যার বিষয়ে বলেন, ঢাকা-বরিশাল নৌ রুটে ১৭টি, ঢাকা-পটুয়াখালী রুটে ১১টি এবং ঢাকা-ভোলা নৌ রুটে ১২টি যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করছে। তিনি সারা দেশে চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী নৌযান নির্মান করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। সেই মোতাবেক ২০১৮ সালের জন্য কতগুলো নতুন যাত্রীবাহী জাহাজের নকশা অনুমোদন দেয়া হবে, জাহাজের দৈর্ঘ্য কত হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে অদ্যকার সভার কমিটির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে।

(খ) সভাপতি নৌযান মালিক প্রতিনিধির বক্তব্য আহবান করলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল (যাপ) সংস্থা'র প্রতিনিধি, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান বলেন, ঢাকা-বরিশাল রুটের কীর্তনখোলা-১০, সুন্দরবন-১১ এবং পারাবাত-১১ তৈরী করা হয়েছে বিধায় এ রুটের জন্য যাত্রীবাহী লঞ্চ প্রয়োজন নেই। ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-ভোলা এবং ঢাকা-চাঁদপুর রুটের লঞ্চগুলো গ্রুপ ভিত্তিক চলে বিধায় এই রুটগুলোতে যাত্রীবাহী লঞ্চ প্রয়োজন নেই । তার মতে নতুন করে কোন রুটে যাত্রীবাহী লঞ্চের নকশা অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে যে সকল ছোট আকারের জাহাজ- মাওয়া, রাঙ্গামাটি, নরসিংদী, ভৈরব ইত্যাদি রুটে চলে সে সকল জাহাজকে কিভাবে স্টাবল করা যায় বা আধুনিকায়ন করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি দেয়ার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন । এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

(গ) এ পর্যায়ে বিআইডব্লিউটিসি এবং বিআইডব্লিউটিএর বক্তব্য আহবান করলে টিসির প্রতিনিধি, নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, বিআইডব্লিউটিসি ইতিমধ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ৭৬ মিটার দৈর্ঘ্যের ০৬টি যাত্রীবাহী নৌযান নির্মানের কাজ হাতে নিয়েছে। তিনি জাহাজের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে সাঙ্কেন ডেক এর জাহাজ নির্মান বন্ধ করার পক্ষে মত দেন।

(ঘ) বিআই ডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন) বলেন, নদীর নাব্যতা দূরীকরণের জন্য সরকার ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং এ হাত দিয়েছে। ফলে নাব্যতার সমস্যা থাকবে না । তিনি নদীর নাব্যতা ও প্রশস্ততা বিবেচনায় ঢাকা-বরিশাল রুটে ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের লঞ্চ নির্মানের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। তার বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে লঞ্চ মালিক সমিতির প্রতিনিধি সহ-সভাপতি শুধুমাত্র ঢাকা-বরিশাল রুটে নৌ পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ইতিপূর্বে অনুমোদিত ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের লঞ্চসমূহের চলাচলের ধারাবাহিকতায় ৯০ মিটার এর লঞ্চ নির্মান অনুমোদন প্রদানের অনুরোধ জানান।

(ঙ) এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, বর্তমানে নদীর নাব্যতা ও প্রশস্থতা বিবেচনায় ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের লঞ্চ চলাচলে রেষ্ট্রিকশন আছে কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য অধিদপ্তর কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির

প্রতিবেদন পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত দেয়া হবে । তবে ইতিমধ্যে যে সকল নৌযান নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে সে সকল নৌযানের ষ্ট্যাবিলিটি বুকলেটের সঠিকতা বুয়েট অথবা অন্য কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি/MIST কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা যাবে ;

(চ) পারস্পরিক আলোচনায় নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি উপ-সচিব ঢাকা-খুলনা রুটে সরাসরি সুন্দরবন কেন্দ্রিক পর্যটন জাহাজ নির্মানের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। এ বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য যদি Viable মনে করেন তাহলে উক্ত রুটে পর্যটন জাহাজ তৈরীর অনুমতি প্রদানে কোন আপত্তি থাকবে না মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করলে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

<u>সুপারিশ ঃ</u>

১। ২০১৮ সালের জন্য দেশের কোন নৌ রুটে নতুন যাত্রীবাহী নৌযানের প্রয়োজন নাই;

২। মোডিফিকেশন, রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে এবং উপযুক্ত প্রমান সাপেক্ষে স্ক্র্যাপ, ডুবন্ত জাহাজের নকশা অনুমোদন অব্যাহত থাকবে ;

৩। ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের নতুন যাত্রীবাহী জাহাজ তৈরীর বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে । তবে ইতিমধ্যে যে সকল নৌযান নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে সে সকল নৌযানের ষ্ট্যাবিলিটি বুকলেটের সঠিকতা বুয়েট অথবা অন্য কোন ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি/MIST কর্তৃক যাচাইয়ের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হবে ;

4| Sunken ডেক জাহাজ নতুন করে তৈরী করা যাবে না। এ ধরণের সে সকল জাহাজ বর্তমানে রয়েছে সেগুলো কারিগরী পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে মোডিফিকেশন করতে হবে ;

৫। সুন্দরবন রুটে পর্যটন কেন্দ্রিক জাহাজ তৈরীর অনুমোদন দেয়া যাবে।

(ড. এস,এম,নাজমুল হক)
চীফ ইঞ্জিনিয়ার এন্ড শিপসার্ভেয়ার
(চঃদাঃ)
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
এবং
সদস্য সচিব

(মোঃ গিয়াস উদ্দিন)
উপ সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
এবং
সদস্য

(মোঃ রবিউল ইসলাম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ
এবং
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিসি
এবং
সদস্য

(মোঃ বদিউজ্জামান বাদল))
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল
(যাপ) সংস্থা
এবং
সদস্য

মোঃ শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া)
সহসভাপতি
বাংলাদেশ লঞ্চ মালিক সমিতি
এবং
সদস্য

কমডোর সৈয়দ আরিফুল ইসলাম (ট্যাজ), এনডিসি,পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
এবং
আহবায়ক